তারিখ ... 23 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

বাকৃবিতে তুঘলকি কাণ্ড

দায়ীদের আইনের কাঠগড়ায় আনুন

বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সামর্থ্য ও চাহিদার বাইরে অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের অভিযোগ পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে নিয়োগবাণিজ্যের মাধ্যমে পদাধিকারীদের অর্থ উপার্জন এবং কতক ক্ষেত্রে নিজস্ব বা পছন্দের লোকদের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার মানসে ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) পদ শূন্য না থাকলেও একসঙ্গে সেখানে ৩১৭ জন গণনিয়োগ পেয়েছেন। কারিগরি বিভিন্ন পদে কারিগরি জ্ঞানহীন লোকদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলেও সোমবার সমকালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকবলের ঘাটতি থাকতেই পারে। প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগের কিছু নির্দিষ্ট নিয়মও আছে। কিন্তু লোকবলের চাহিদা বা পদ না থাকার পরও একসঙ্গে তিন শতাধিক লোককে নিয়োগদানের ঘটনা সত্যিই বিস্ময়কর। একজন ভিসি কি এতই ক্ষমতাশালী যে, তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিজের মর্জিমাফিক চালাতে পারেন! বাকৃবির সাবেক ভিসি তার মেয়াদকালে তাই করে দেখিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের কোনো চাহিদাপত্র না থাকার পরও সেসব জায়গায় নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ভিসি নিজেই অনুষদ, বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রধানদের স্বাক্ষর জাল করে ভুয়া চাহিদাপত্র তৈরি করেছেন। শুধু কি তাই, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চিঠিও জাল করেছেন। এতসব কাণ্ড যিনি ঘটাতে পারেন তার মতো লোক কী করে বাকৃবির ভিসি হিসেবে চার বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করেছেন! ইউজিসি পরিচালিত তদন্তে তার এসব অনিয়ম, দুর্নীতি ও জালিয়াতি ধরা পড়েছে। এসব নিয়োগ প্রতিষ্ঠানটিকে অস্থিতিশীল করে দিতে পারে। তার ওপর নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের বেতন-ভাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে দেওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটির ওপর যে বাড়তি আর্থিক বোঝা চেপেছে তার ভারে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এই তুঘলকি কাণ্ডের জন্য দায়ী বাকৃবির সাবেক উপাচার্য ও তার সহযোগীদের বিলম্বে হলেও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর আহ্বান জানাই আমরা।